OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 34
Website: https://tirj.org.in, Page No. 306 - 312
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 306 - 312
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে আঞ্চলিক গতিপথের ভিন্নতা : কবি ও হাঁসুলী বাঁকের উপকথা

মৌসুমী মণ্ডল
গবেষক, বাংলা বিভাগ
সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : mousumimondal128@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
ঝুঁজকি, ব্রেক্ষদত্যি, কালারুদ্দ, কত্তাবাবা, মাতব্বর, অহর্নিশি দ্বন্দ্ব, যুক্তিবাদী, বিজ্ঞানমনস্ক, ভূমিসাৎ, কোঁড়া।

Abstract

Tarashankar Bandyopadhyay is known as a fiction writer, novelist, essayist and story writer. In his novel 'Kabi' (1944), which is an exception in Bengali literature, we see the diverse vibrations and mental intentions of the lower-class society of our country, the history of countless fragments of dreams and dream-breaks and the application of folk media in folk life. The novel's protagonist, Nitai, a son of the Dom community, abandons his family's caste business and takes up the profession of a poet, realizing the ultimate truth. Mahadev Kabiyal sarcastically says, 'আস্তাকুঁড়ের এঁটোপাতা-স্বপ্নে যাবার আশা গো!'. Nitai's social experience and position can be understood in the historical background, who is the first hero in a Bengali novel. Where he lives on the narrow fringes of society. Although we know that the first regional novel is Shailjanand Mukhopadhyay's 'Koyla Kuthir Desh'. Nevertheless, in the novel under discussion, the author has shown that the background of the harsh Bengali, the level of mastering the Vaishnava culture and the level of searching for a hero of the lower class - everything is one. Where people have tried to find themselves through the vibrant flow of time and changing times. It can be said that the poet's pursuit of Nitai and the story of 'Hansuli Banker Upokatha' have taken the form of a story. The novel 'Hansuli Banker Upokatha' (1946) is set in Birbhum. In the middle of the 'Kopai' river in Bolpur, where the river takes a bend like the Hansuli, there is the village of Banshwadi. About thirty houses of the Kahards, who are palanquin bearers by profession, live on about two and a half bighas of land. The novel describes the life of the Kahars and their struggles; where Tarashankar has adorned them with the special marks of being in close contact with nature and the special marks of being in close contact with nature. In the novel we see the stories of those social people who are deprived of the symbols of civilization and the attractions of the world. Tarashankar's genius seems to shine with the power of omniscience, which can see the waves of this human resource neglected by the world. Besides, characters like Nasubala, Nimtele Panu etc. are brought to life through their names and the quality of the regional language. Where the language of West

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 34
Website: https://tirj.org.in, Page No. 306 - 312
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Birbhum is West Radhi and the language of East Birbhum belongs to East Radhi. In the novel, Banwari wants to follow past customs or traditions that have existed for a long time and wants others to follow them, and Karali questions these issues. Karali is modern, he believes in rationalism, scientific mind and individualism. Banwari feudalism prevails in the environment and Karali in capitalism. Tarashankar has highlighted such things of a harsh society in his novel that have no echo. It is through such helpless decline and extinction of culture that our country's modernity has emerged.

Discussion

বাংলা ভাষার একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যিক, ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক, গল্প লেখক, রাজনীতিবিদ ও সমাজসেবক হিসেবে পরিচিত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। রাঢ়বঙ্গের আঞ্চলিক জীবন ভাবনার পাশাপাশি সমকালীন সমাজ ও রাজনীতির একদেশদর্শিতার কথনবিশ্ব জুড়ে অমীমাংসিত দ্বন্দ্বের প্রগাঢ় ছায়া দেখতে পাই তাঁর লেখায়। অবশ্য সাহিত্যচর্চার আগে কিছুদিনের জন্য তিনি রাজনীতি করেছিলেন। তবে ১৯১৭ সালে অন্তরীণ হওয়া এবং ১৯৩৩ এ জেলে যাওয়ার সময়কালীন বেশ কিছু ঘটনায় তিনি আঘাত পান এবং বিতৃষ্ণায় রাজনীতি থেকে সরে আসেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করে বলেন –

> "এই আন্দোলনের পথ থেকে আমি আজ বিদায় নিচ্ছি। এ পথে নয় ...আমি সাহিত্যের পথে যুদ্ধ আর মাতৃভূমির সেবা করে যাব।"[১]

এপ্রসঙ্গে ড. নিতাই বসুর মন্তব্য –

> "জেলখানায় রাজনীতিসর্বস্ব মানুষের চেহারা দেখে ভবিষ্যৎ ভাবনায় শঙ্কিত হলেন তিনি। ১৯৩০ সালের ডিসেম্বরে যখন তিনি কারামুক্ত হলেন তখন তাঁর বিদায়-সংবর্ধনা সভায় তিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন তাঁর সুদৃঢ় সংকল্প সাহিত্য সেবার পথেই দেশের সেবা।"[২]

ত্রিশ বছর বয়সে তিনি ঔপন্যাসিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন ১৯২৮ সালে 'চৈতালী ঘূর্ণি' নামক উপন্যাসটি প্রকাশের মাধ্যমে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় যে পরিবেশে জন্মেছিলেন এবং যেভাবে তাঁর জীবনপথ অতিবাহিত করেছিলেন, তাতে তাঁর প্রায় প্রতিটি সংঘটন তাঁর সৃজনশীল চিত্তকে উত্তেজিত করেছিল; যা তিনি ব্যক্ত করেছেন তাঁর গল্প ও উপন্যাসের মাধ্যমে। রাঢ়বঙ্গের প্রাকৃত বৃত্তকে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে বিশ্লেষণ করতে পেরেছিলেন; কেননা তাঁর শ্রেণীগত অবস্থান ছিল সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখায় আমরা দেখতে পাই অঞ্চলভিত্তিক বিভিন্ন ধরণের পরিবেশ গড়ে উঠেছে। আমাদের উপন্যাসের যে শ্রেণীবিভাগ আছে সেখানে সামাজিক, রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক, রূপকধর্মী ও আঞ্চলিক প্রভৃতি ভাগ আমরা দেখতে পাই। আঞ্চলিক উপন্যাস বলতে আমরা বুঝি যেখানে একটা বিশেষ অঞ্চলের সামাজিক পরিস্থিতিকে বোঝানো হবে। কিন্তু আমি মনে করি যে কোন উপন্যাসই তো সামাজিক, কেননা উপন্যাস মাত্রই সেখানে সমাজের একটা ছবি থাকবে। যেমন আমরা দেখি সমগ্র বাংলা সাহিত্যে প্রথম আঞ্চলিক উপন্যাস হল শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'কয়লা কুঠির দেশ'। যেখানে কয়লা খনি অঞ্চল ও শ্রমিকদের সেই সমসাময়িক আঞ্চলিকতার ছবিই ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক তাঁর কলমের মাধ্যমে। আবার মহাশ্বেতা দেবী'র 'অরণ্যের অধিকার'-এ দেখতে পাই বিরসা মুণ্ডার সেই সময়ের আঞ্চলিকতা কিভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন লেখিকা। এছাড়াও বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ'কে আমরা ঐতিহাসিক উপন্যাস বলি; সেখানেও কিন্তু দেখতে পাই মোঘল ও রাজপুতানার অঞ্চলের সেই সময়ের সামাজিক একটা ছবি। সুতরাং দেখতে পাচ্ছি প্রতিটা উপন্যাসেই সমাজটা কিন্তু প্রতিফলিত হচ্ছে।

বাংলা সাহিত্যে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক ব্যতিক্রম উপন্যাস 'কবি'তে (১৯৪৪) দেখতে পাই বীরভূমের ওই অঞ্চলের ডোম সম্প্রদায়কে; যা একটা বিশেষ অঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, যেখানে ডোম সমাজের কথায় বলা হয়েছে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় অঞ্চলভিত্তিক যে সমস্ত উপন্যাস লিখেছেন তাঁর মধ্যে আছে 'কবি', কালিন্দী, হাঁসুলী বাঁকের উপকথা

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 34
Website: https://tirj.org.in, Page No. 306 - 312
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য; অবশ্য আরও আছে। তারাশঙ্করের উপন্যাসে ভৌগলিক পরিবেশ সুনির্দিষ্ট যেখানে তিনি পূর্ব ও পশ্চিম দুটি প্রতি তুলনায় এনে স্পষ্ট করে এঁকেছেন। রাঢ়ের আঞ্চলিক সংস্কৃতির গভীর গোপন ব্যাপ্ত ও বিচিত্র উপাদান আমরা দেখতে পাই তাঁর উপন্যাসে। লেখক সম্পর্কের গুরুত্বের তুলনায়, রাঢ়ের নিম্ন বর্গের সাংস্কৃতিক বিশিষ্টতা ও বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর জীবনের অভিজ্ঞতার চালচিত্র এবং বিচিত্র লোক-মাধ্যমের মিশ্রণকে স্পষ্ট করতে চেয়েছেন। যেখানে রাঢ় বাংলার বিশেষ এক জনপদে নির্দিষ্ট অঞ্চলের জনজীবন ভিত্তিক আঞ্চলিক উপন্যাসের প্রতিটা নিদর্শন রয়েছে।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিখ্যাত আঞ্চলিক উপন্যাস যদি বলি তাহলে বলব 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'; যেখানে উপন্যাসটি মহাকাব্যিক বিশালতা লাভ করেছে। অবশ্য জনপ্রিয়তার নিরিখে 'কবি'ও আঞ্চলিক উপন্যাসই; এবং ভীষণই ভালো লাগার একটি উপন্যাস হল 'কবি'। কেননা উপন্যাসটি আঞ্চলিক উপন্যাস হিসেবে অঞ্চল ভিত্তিকতা ছাড়িয়েও মানবতাবাদ ও সমাজধর্মী এক উপন্যাস হয়ে উঠছে। যা একটা বিশেষ অঞ্চলের সমাজকে তুলে ধরছে এবং সেখানে সেই অঞ্চলের সেই সমাজের কথাই বলা হচ্ছে। এই অর্থে 'কবি' এক অসামান্য রচনা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের; এবং 'কবি' উপন্যাসে আমরা দেখতে পাই দুটো আলাদা ধারা কবির মধ্যে নিহিত আছে। একটা হচ্ছে ডোম সম্প্রদায় ভুক্ত এবং আরেকটা হচ্ছে ঝুমুর দল। ঝুমুর দল এক ধরনের নাচ ও গানের একটা দল। যেরকম বাউল এক ধরনের সেরকমই। বহু পূর্বে গ্রামাঞ্চলে খুব প্রচলিত ছিল ঝুমুর। অল্পশিক্ষিত বা অশিক্ষিত ছেলেমেয়েরা বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি সহকারে এক ধরনের গান করত, সেখানে আদি রসাত্মক গানের ছোঁয়াচ ছিল সুতরাং তা জনপ্রিয় ছিল। কারণ তখন থিয়েটারের প্রচলন ছিল না। অঞ্চলভিত্তিক এই ছবি দুটোই 'কবি' উপন্যাসে দেখতে পাই। ডোম সম্প্রদায় ও ঝুমুর দল; যার সঙ্গে যোগ রয়েছে উপন্যাসের নায়ক নিতাই চরণের।

নিতাই ডোম সম্প্রদায়ের ছেলে এবং যার পারিবারিক জাতব্যবসা হল চুরি করা। কিন্তু নিতাই কখনোই চুরি করে না; সে কবিয়ালের বৃত্তি গ্রহণ করে এবং উপলব্ধি করে পরম এক সত্যকে। এরপরে তাকে দেখতে পাই ঝুমুর দলের গান বাঁধার কবিয়াল হিসেবে। এই দুটোর প্রভাবে কীভাবে প্রভাবিত হবে নিতাই, সেটাই উপন্যাসে দেখিয়েছেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। নিতাই বিশ্বাস করে তার গান বাঁধার ক্ষমতা আছে এবং তা গাইবার গলাও যথেষ্ট ভাবে আছে। কেননা নিজস্ব প্রতিভা সম্পর্কে নিতাইয়ের মন খুব সচেতন। যদিও মহাদেব কবিয়াল ব্যঙ্গ করে বলেন –

> "আস্তাকুঁড়ের এঁটোপাতা-স্বগ্গে যাবার আশা গো!"[৩]

কথাটা সত্যি হলেও মহাদেবের বলার ধরনটা ঠিক রুচি সংগত বলে মনে হয় না। কেননা নিতাই তো শুধুমাত্র আস্তাকুঁড় থেকে বেরিয়ে এসে নিজেকে সমাজের বুকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল একজন কবি হিসেবে। তাছাড়া প্রতিষ্ঠিত হওয়াই কিন্তু তার একমাত্র কাম্য ছিল না; আসলে সে জাতিগত ভাবে নিম্ন জীবন থেকে উদ্ধার পেতে চেয়েছিল। কিন্তু দেখতে পাই যে আস্তাকুঁড়ে নিতাই জন্মেছিল, সেখান থেকে ভাগ্য তাকে আরেক আস্তাকুঁড়ে এনে প্রতিষ্ঠিত করে। কেননা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সমাজের বুকে অস্পৃশ্যতার করুণ ও নির্মম যে ছবি এঁকেছেন; তার প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই নিতাইকে সমাজের অস্পৃশ্যতার অভিশাপ অনুভব করার মাধ্যমে, তার প্রিয়জনের মৃত্যু উপলক্ষ্যে। যেখানে বসনের শব দাহ করে নিতাই –

> "কিন্তু আশ্চর্যের কথা, পুরুষেরা শব স্পর্শ পর্যন্ত করিল না। এক্ষেত্রে আপন আপন জাতি সম্বন্ধে তাহারা সচেতন হইয়া উঠিল।"[৪]

ফলে নিতাইকে ব্যাকুল হতে দেখি উদ্ধারের জন্য - 'আমার কর্মফল, দয়া করে ঘুচাও হরি—জনম কর সফল'। এরপরে নিতাইকে দেখতে পাই সে দল ছেড়ে কাশী চলে যাচ্ছে। কিন্তু সেখানে সে উপলব্ধি করে জীবনের জন্য খেদ করতে না পারলে তার যেন চলছে না। আসলে নিতাই আঁধার থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছিল, জীবন থেকে নয়! সেই জন্য তার দেশে ফেরার যে আবেগময় ও উল্লসিত বর্ণনা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় দেখিয়েছেন; তা নিতাইয়ের চরিত্রের সঙ্গে সংগত এবং সেখানে কালের কোন প্রভাব পড়তে দেখা যায় না। কারণ সমগ্র বাংলা হল নিতাইয়ের দেশ। আর সেই জন্য নিতাই আবার ফিরে আসে অট্টহাস গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপে, এখানের ধুলোমাটির স্পর্শের জন্য। নিতাই দেখতে পাচ্ছে কবিগান ও ঝুমুরের

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 34
Website: https://tirj.org.in, Page No. 306 - 312
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

পরম্পরার সংস্কৃতি ও বিকৃতির দুটো দিকই কীভাবে সংশ্লিষ্ট হচ্ছে তার জীবনে। নিতাইয়ের যে আকুলতা বাংলার জন্য, সেরকমই আকুলতার পরিশীলিত প্রকাশ দেখতে পাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, জীবনানন্দ দাশ প্রভৃতি লেখকের রচনায়। ঝুমুর দলের বর্ণনায় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন –

> "বহু পূর্বকালে ঝুমুর অন্য জিনিস ছিল, কিন্তু এখন নিম্নশ্রেণীর বেশ্যা গায়িকা এবং কয়েকজন যন্ত্রী লইয়াই ঝুমুরের দল। আজ এখান, কাল সেখান করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, গাছতলায় আস্তানা পাতে। ...যন্ত্রীদের মধ্যে নিতাইয়ের ধরনের দুই-একজন কবিয়ালও আছে, প্রয়োজন হইলে কবিগানের পাল্লায় দোয়ারকিও করে, আবার সুবিধা হইলে নিতাইয়ের মতো কবিয়াল সাজিয়াও দাঁড়ায়।"[৫]

এই ঝুমুর দল সম্পর্কেই আবার ড. সত্যব্রত দে বলেছেন –

> "প্রথমদিকে এই ঝুমুরের দল পালাগানই করত। ...এক সময় এই পালা গাওয়ার ধারাটি একেবারেই নিঃশেষ হয়ে গেল-কিন্তু 'ঝুমুরের দল' নামটি রয়ে গেল। তখনই দলের মধ্যে পাঁচমিশেলি নাচ গান ইত্যাদি অনুপ্রবিষ্ট হতে থাকল। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের পর যে সমস্ত বিভিন্ন কবিসঙ্গীত নাগরিক গোষ্ঠীর মনোরঞ্জনের জন্য গঠিত হয়েছিল, তাদের দলছুট লোকদের নিয়ে এই বিবর্তিত ঝুমুরের দল গঠিত হত।"[৬]

ঝুমুর দলের এই সব মেয়েরা সমাজের অতি নিম্নস্তর থেকে উঠে আসে। তাছাড়া ঝুমুরদলের পুরুষ চরিত্র বাদেও মাসি, ললিতা ও নির্মলা প্রভৃতি নারী চরিত্র গুলোকে বলতে পারি সজীব এবং যথাযথভাবে পটভূমির পরিপূরক।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কবি' এমনই এক উপন্যাস, যেখানে বস্তুনিষ্ঠার সাথে সংযম ও সুরুচির কোন বিরোধ দেখতে পাওয়া যায় না। অবশ্য আমরা জানি, রাঢ় বাংলার যে সমস্ত মানুষ শিল্পী জাতীয়, তারা কখনোই আর্থ-সামাজিক জটিলতার কোনরকমের দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষে থাকেও না। রাঢ় বাংলার লোকজীবনের উদাসীন মনোভাব ও আত্মসচেতনতায় মিশ্রিত উপন্যাসের নায়ক হল নিতাই; যা একজন মহৎ শিল্পীর মধ্যে থাকা বাঞ্ছনীয়। নিতাইয়ের সামাজিক অভিজ্ঞান ও অবস্থান ইতিহাসের পটভূমিতে দেখলে বোঝা যায় এমন নায়ক বাংলা উপন্যাসে প্রথম। যেখানে সমাজের এক সংকীর্ণ প্রান্তে তার জীবনযাপন। 'কবি' উপন্যাসটি বিশেষ অঞ্চলের এক স্বভাবকবির কবিজীবনের কাহিনী হলেও; সেখানে দেখতে পাই প্রেমের আবেদন সব জায়গায় পরিলক্ষিত। তবে নিতাইয়ের প্রেমে বিশিষ্টতা আছে, যা যৌনতা মুক্ত ও মানবীয়। বলা বাহুল্য এই প্রেমই তার কবিজীবনের প্রেরণা ও উৎসাহদাত্রী। সেখানে কোনো মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা না থাকায় তার জীবন সরল স্বভাবী মানুষের সাথে সাথে হয়ে উঠেছে স্বভাবকবিরও জীবন। কদর্য এই জগতকে নিতাই আত্মবলে, চরিত্রবলে ও কবিত্ববলে জয় করেছে। এছাড়াও বসনের মাধ্যমে নিতাই ঊনবিংশ শতাব্দীর সঙ্গীতের ঐতিহ্যের পরিচয়ও লাভ করেছে। লেখকের বর্ণনায় –

"বসন্ত তাহাকে অনেক শিখাইয়াছে। সে তাহাকে টপ্পাগান শিখাইয়াছে। টপ্পাগান নিতাইয়ের বড়ো ভালো লাগে। ...টপ্পার সঙ্গে নিধুবাবুর নামও সে জানিয়াছে। বসন্তই বলিয়া দিয়াছে। মনে মনে সে নিধুবাবুকে হাজার বলিহারি দেয়। এই না হইলে গান!

'তারে ভুলিব কেমনে।
প্রাণ সঁপিয়াছি যারে আপন জেনে?'

কিংবা -

'ভালবাসিবে ব'লে ভালবাসি নে।
আমার স্বভাব এই, তোমা বই আর জানি নে'।"[৭]

উপন্যাসে লেখক দেখিয়েছেন রাঢ় বাংলার পটভূমির মাত্রা, বৈষ্ণব সংস্কৃতিকে অধিগত করার মাত্রা এবং নিম্নবর্গের নায়ক সন্ধানের মাত্রা কীভাবে একাকার হয়ে গিয়েছে। যেখানে মানুষ খুঁজে পেতে চেয়েছে নিজেকে স্পন্দমান কালপ্রবাহ

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 34
Website: https://tirj.org.in, Page No. 306 - 312
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ও বিবর্তমান পটের মাধ্যমে। যেভাবে বলা যায় 'কবি' উপন্যাসের নায়ক নিতাই এবং 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' উপন্যাসের করালী'র সাধনা একটি অবয়ব পেয়েছে।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্যতম এক স্মরণীয় এবং বিখ্যাত আঞ্চলিক উপন্যাস হিসেবে পরিচিত 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' (১৯৪৬)। এটিই তাঁর সর্বাপেক্ষা সৃষ্টি আঞ্চলিক জীবনের রূপকার হিসেবে। যা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হবার পূর্বেই তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 'শরৎচন্দ্র পদক ও পুরস্কার' লাভ করেন। গ্রন্থটি প্রকাশের অনুষ্ঠানে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এই উপন্যাসকে স্বাগত জানিয়ে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলেছিলেন –

> "আধুনিকতম সৃষ্টি এবং অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'হাঁসুলী বাঁক'।"[৮]

যেখানে নিম্নশ্রেনীর সংবাদ আমাদের ভিত্তিকে নাড়িয়ে দেয় তাই হল হাঁসুলী বাঁকের ইতিহাস। কেননা একটা বিচিত্র সংস্কৃতির এরকম অসহায় পতন ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়েই জেগে উঠেছে আমাদের দেশের আধুনিকতা। অবশ্য এর আগে ইংরেজ সভ্যতার শুরুতে আমাদের ঔপনিবেশিক যুগ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অর্থনৈতিক কেন্দ্র, রাজনৈতিক ও সামাজিক কেন্দ্র বা আমাদের জীবনের সার্বিক কেন্দ্র সবই প্রতিস্থাপিত হয়েছে গ্রাম থেকে শহরের দিকে। যাকে আবার বলতে পারি সামন্ততন্ত্র থেকে ধনতন্ত্রের দিকে পরিবর্তন। আলোচ্য 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' উপন্যাস সম্পর্কে ড. অমরেশ দাশে'র মন্তব্য –

> "উপকথা শব্দে তারাশঙ্কর সম্ভবত উপন্যাসটির উপকরণ ও রূপকরণ-দুইয়েরই ইঙ্গিত দিতে চেয়েছেন। উপকরণ থেকেই উপন্যাসটির রূপকরণ করেছেন তিনি। উপকথার একটা বৈশিষ্ট্য হল, সেটা শোনা 'কথা' অর্থাৎ গল্প। শ্রুতিপরম্পরায় লব্ধ লোককথা এখানে আছে, আছে কথকতাও।"[৯]

আমরা জানি, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' উপন্যাসটি বীরভূমের একটা পরিবেশ। আমরা বোলপুর গেলে দেখব সেখানে 'কোপাই' নামে একটি নদী আছে; যার মাঝামাঝি একটা জায়গায় নদীটি হাঁসুলীর মতো একটা বাঁক নিয়েছে, সেখানেই হচ্ছে বাঁশবাদি গ্রাম। প্রায় আড়াইশো বিঘা জমির ওপরে মোটামুটি তিরিশ ঘর মত কাহারদের বসবাস, যারা পেশাগতভাবে পাল্কিবাহক। উপন্যাসে আমরা দেখতে পাই কাহারদের জীবনযাত্রা ও তাদের সংগ্রামের কথাই বর্ণিত হয়েছে; যেখানে তাদেরকে প্রকৃতির নিবিড় যোগে আঞ্চলিক আবহাওয়ার গুণে এক একটি বিশেষ চিহ্নে বিভূষিত করেছেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। কেননা উপন্যাসের সময় কাঠামোটাকে যদি লক্ষ্য করি তাহলে দেখব যে, উপন্যাসের শেষে একটা বন্যার কথা বলা হয়েছে, যা স্বাধীনতা পূর্ববর্তী। সুতরাং, সেইসময় জমিদারীপ্রথা সেভাবে না থাকায় কাহারদের পাল্কির ব্যবহারও স্বাভাবিকভাবেই কমে যায়। ফলত দেখা যায় তাদের কেউ বাঁশবাদি গ্রামেই কৃষিজীবি হয়ে পড়ছে; তো আবার কেউ কর্মসূত্রে জায়গার পরিবর্তন করে চন্দনপুরের মতো জায়গায় চলে যাচ্ছে। 'কবি' উপন্যাসেও এই পরিবর্তন লক্ষ্যণীয়, নিতাইয়ের কবিয়াল হয়ে ওঠার মাধ্যমে। আবার শরৎচন্দ্রের সামাজিক গল্প 'মহেশ'-এ দেখতে পাই মহেশের জীবনের যে করুণ পরিণতি তাকে ঘিরে তার প্রতিপালক গোফুরের করুণ অবস্থা ও তার পরিবর্তন। যেখানে শেষপর্যন্ত গোফুরও বাধ্য হয় চলে যেতে গ্রাম ছেড়ে শহরে চটকলে কাজ করতে।

'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' উপন্যাসে দেখা যায় সেইসব সামাজিক মানুষের কথা; যারা সভ্যতার পিলসুজ এবং সংসার যাত্রায় ব্রাত্য ও মন্ত্রহীন। এই ব্রাত্য অবজ্ঞাত মানব সম্পদের তরঙ্গভঙ্গটি দেখার মতো সর্বদর্শিতার ক্ষমতায় উজ্জ্বল ও দীপ্যমান মনে হয়েছে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিভাকে। এছাড়াও নসুবালা, নিমতেলে পানু, হেদো মণ্ডল প্রভৃতি চরিত্রগুলো প্রাণ পেয়েছে তাদের নামকরণে ও আঞ্চলিক ভাষার গুণে। তাছাড়া সুচাঁদ, বনওয়ারী ও করালী প্রভৃতি চরিত্রকে পরম্পরাগত দিক থেকে তিন প্রজন্মের বলতে পারি; যাদের কর্মে ও মননে গঠিত হাঁসুলী বাঁকের আঞ্চলিক আবহ। যেখানে পশ্চিম বীরভূমের ভাষা পশ্চিম রাঢ়ী, আর পূর্বের ভাষা পূর্ব রাঢ়ীর অন্তর্গত। গীতা'য় বলা হয়েছে - 'স্বধর্মে নিধনং শ্রেয় পরধর্মো ভয়াবহ' - গীতার এই অমর বাণীই বনওয়ারী মনে প্রাণে গ্রহণ করেছিল। ফলে উপন্যাসে দেখতে পাই বনওয়ারী আবহমান কালের সংস্কার বা রীতি রেওয়াজ মেনে চলতে চায় এবং অন্যকেও মানাতে চায়; আর করালী এসবের বিরুদ্ধে প্রশ্ন করে, কেননা সে আধুনিক। তাছাড়া করালী যুক্তিবাদ, বিজ্ঞান মনস্কতা ও ব্যাক্তিস্বাতন্ত্রে বিশ্বাস করে। বনওয়ারীকে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 34
Website: https://tirj.org.in, Page No. 306 - 312
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

দেখতে পাই সামন্ততন্ত্র পরিবেশে বিরাজমান আর করালী ধনতন্ত্রে। নতুন বনাম পুরনো বা মিথ বনাম রিয়ালিটি তারাশঙ্করের অন্যান্য অনেক গল্প উপন্যাসে দেখতে পেলেও 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'য় এক নতুন মাত্রা পেয়েছে। কেননা এই অহর্নিশি-দ্বন্দ্বের পরিপ্রেক্ষিতেই গড়ে উঠেছে হাঁসুলী বাঁকের বাসিন্দাদের আদিম প্রবৃত্তির সংস্কার ও রূপকথার মেলবন্ধন।

উপন্যাসে রাঢ় সমাজের এমন কথা তুলে ধরেছেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় যার কোন অনুরণন দেখা যায় না। সংস্কৃতির এরকম অসহায় পতন ও নিশ্চিহ্ন হওয়ার মধ্য দিয়েই জেগে উঠেছে আমাদের দেশের আধুনিকতা। যেখানে রেললাইনের উপস্থিতিও লক্ষ্যণীয় 'কবি' ও 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'য়। কেননা 'কবি' উপন্যাসে দেখতে পাই রেলস্টেশনের পটভূমি; যেখান থেকে দ্রুত যানবাহনের কল্যাণে আশেপাশের প্রায় সব খবরই স্টেশনে বসেই পাওয়া যায়। সেজন্য কবিয়াল হতে চাওয়া নিতাই রাজার সহায়তায় স্টেশনেই তার বাসস্থান ঠিক করে, ফলে সে জানতে পারে কোথায় হচ্ছে কবিগান। আর রাজা যখন নিতাইকে উদ্দেশ্য করে বলে- 'ফাইভ মিনিট ওস্তাদ', তখন আমরা 'সময়' বা 'time' এর সঙ্গেও কিন্তু পরিচিত হতে পারি। তাছাড়া করালীর মুখে উচ্চারিত 'টায়েম' ও বনওয়ারীর মুখে 'টায়েন' এই শব্দ দুটি ইংরেজি 'time' এর অপভ্রংশ রূপ, যা ব্যবহারের মাধ্যমে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ফুটিয়ে তুলেছেন বীরভূমের আঞ্চলিক রূপ'কে। আবার চন্দনপুরে রেললাইন গড়ে উঠলে করালী সেখানে কুলির কাজ করতে চলে যায় এবং নানারকমের বিচিত্র সব উপকরণ নিয়ে আসে। যার মধ্যে দেখতে পাই - শালের কড়াইয়ে যেদিন গুড় জ্বাল দিচ্ছিল বনওয়ারী ও অন্যান্য কাহাররা, হঠাৎ উপস্থিত হল করালী রেল-ইস্টিশনের 'তেরপল' নিয়ে। এমনকি পাথর কাটার জন্য জংশন থেকে চারটে গাঁইতি এনে দিয়েছে বনওয়ারীকে, যার মাধ্যমে কাহারেরা পাথর কাটবে। অন্যদিকে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসেও দেখতে পাই রেলপথ দেখে কেমন ভাবে অপুর মনে সুদূরের রোমাঞ্চকর এক ভাবনার সৃষ্টি হচ্ছে। যেখানে সে দেখছে নিশ্চিন্দিপুর থেকে কাশী এবং সেখান থেকে মানসপোতা হয়ে কলকাতা যাবার যে পথ; তা আসলে গ্রাম্য যজমান পরিবারের বৃত্তিচ্যুতি ঘটিয়ে, নতুন বৃত্তি গ্রহণের টানাপোড়েনের এক ইতিহাসকেই ব্যক্ত করছে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' উপন্যাসে আঞ্চলিক লোকবিশ্বাসের এক প্রতিচ্ছবিও ভেসে উঠছে বিভিন্ন ধরনের কথার মাধ্যমে। যেমন লেখকের বর্ণনায় –

> "চারিদিক জলে ঝাপসা হয়ে গিয়েছে। তারই মধ্যে আকাশ থেকে মাটি পর্যন্ত লম্বা কালো প্রলয়স্তম্ভের মতো বিরাট এবং গোল--দেবহস্তির সে শুঁড় ঘুরপাক খেতে খেতে এক ভীষণ সোঁ-সোঁ-সোঁ ডাক ছেড়ে চ'লে আসছে- পালাও পালাও। এসে পড়েছে সেই প্রলয় জলস্তম্ভ। গোঁ-গোঁ গর্জন ক'রে আসছে। সমস্ত লোক মাটিতে শুয়ে প্রণাম জানাচ্ছে। বনওয়ারীর খেয়াল হল, সে উপুড় হয়ে শুয়ে প্রণাম জানালে— নমো-নমো-নমো, হে দেবতার বাহন! তুমি কি এসেছ প্রভু বাবাঠাকুরের বাহনের মৃত্যুর শোধ নিতে? আগুন জ্বালিয়ে তাকে মেরেছে--তুমি জল ঢেলে তার শোধ নিতে এলে? সে ধীরে ধীরে শুধু মাথাটি তুললে।"[১০]

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' উপন্যাসে কোপাই নদী তীরবর্তী হাঁসুলী বাঁকের যে বাঁশবাদি গ্রাম; সেখানকার কাহারদের বহুদিনের প্রচলিত বিশ্বাস, সংস্কার, তাদের জন্ম-বিয়ে, প্রেম-ভালবাসা, হাসি-কান্না প্রভৃতির একটা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ ছবি এঁকে, সমাজের বুকে বেড়ে ওঠা নারী-পুরুষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক চিত্র প্রস্ফুটিত করে তুলেছেন। উপন্যাসের শুরুতেই দেখা যায় করালী একটা বিশাল চন্দ্রবোঁড়া সাপ মেরে প্রমাণ করে যে, সেখানে অলৌকিকতার কিছু নেই। তবুও কাহারপাড়ার আর সবাই তা মানতে চায় না; সকলের একই কথা যেহেতু কত্তাবাবার বাহন করালী মেরেছে, সেহেতু প্রতিবিধান করা দরকার। সেই মতো রবিবার ভোরবেলায় এক অমাবস্যা তিথিতে বাবাঠাকুর তলায় 'ঝুঁজকি' অর্থাৎ অন্ধকার থাকতেই বাদ্যি বাজনা বাজিয়ে পূজাচার শুরু করে সকলে। পাশাপাশি সংস্কৃতিক চিত্র এবং সেই নির্দিষ্ট অঞ্চলের ভাষা ব্যবহার ও আঞ্চলিক সংগীত প্রভৃতি সবকিছু মিলিয়ে একটা সম্পূর্ণ আঞ্চলিক বাস্তবতার অখণ্ড ছবি সূক্ষ্মভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। নির্দিষ্ট ভৌগলিক, সামাজিক ও গোষ্ঠী চেতনার দ্বারা আবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও মহাকালের মাধ্যমে এই উপন্যাসের শেষে দেখতে পাই পুরনোর অবসান ঘটিয়ে নতুনের আগমনকে। যেখানে বন্যায় হাঁসুলী বাঁকের

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 34
Website: https://tirj.org.in, Page No. 306 - 312
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সর্বস্ব ভূমিসাৎ হয়ে যায়, তবুও তারা বেঁচে থাকে। কেননা কর্মসূত্রে তারা চন্দনপুরে গিয়েছিল; যেখানে গিয়ে তাদের মধ্যে অনেক পরিবর্তন এসেছিল। ফলত তারা সিদ্ধান্ত নেয় ফিরে যাবে তাদের সেই বালিভরা হাঁসুলী বাঁকে। এমনকি করালীও ফিরে যেতে চায়, যা আশ্চর্য বলে মনে হয়, তবে অসংগত ও অবিশ্বাস্য নয়। কেননা করালী ফিরে যেতে চাইছে সেই শিকড়ের টানে মাটির খোঁজে। কারণ উন্মূলিত কাহারদের সামাজিক সত্তার পূনর্বাসন চাইছে করালী। ফলে উপন্যাসের শেষে দেখা যায় করালী আবার ফিরে আসছে হাঁসুলী বাকে এবং গাঁইতি চালিয়ে বালি খুঁড়ছে সেইখানে; যেখানে বালি ঠেলে বাঁশের কোঁড়া বেরিয়েছে এবং ঊষর বালির বুকে কচি কচি ঘাসগুলো যেন অপরাজেয় প্রাণের হাসি হাসছে। কেননা সে মাটি খুঁজছে, নতুন কাহারপাড়া তৈরি করবে বলে। এভাবেই এক যুগের অবসানে নতুন যুগ সূচনার ঐতিহাসিক যে পদধ্বনি শোনা যায়; তাতে কাহার সমাজের আঞ্চলিকতার রসাবেদন পৌঁছে গিয়েছে কাল থেকে কালান্তরে। ফলে একটা সমগ্র জনজাতির ভৌগলিক বিশাল প্রেক্ষাপট উত্তরণে সংস্কৃতির নব ইতিহাস বিবৃত হয়েছে 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' উপন্যাসে। এভাবেই মূলত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বিখ্যাত ও জনপ্রিয় দুটি আঞ্চলিক উপন্যাস 'কবি' ও 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' শীর্ষক উপন্যাসের আঞ্চলিকতার গতিপথের ভিন্নতায় সাফল্য দেখিয়েছেন।

Reference:

১. আমার কথা, 'শনিবারের চিঠি', আষাড়, ১৩৭১, পৃ. ২০৯
২. বসু, ড. নিতাই, 'তারাশঙ্করের শিল্পীমানস', দে' জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩, প্রচ্ছদ: অজয় গুপ্ত, পৃ. ৩১
৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, 'কবি', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, সাইত্রিশ মুদ্রণ, শ্রাবণ ১৪২৬, প্রচ্ছদপট অঙ্কন: অনুপ রায়, কলকাতা ৭৩, পৃ. ৪৩
৪. তদেব, পৃ. ১৪৬
৫. তদেব, পৃ. ৬৬
৬. দে, ড. সত্যব্রত, 'বিতর্কিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন', বর্ধমান বিশ্ববিদ্যলয়, ২৭ নভেম্বর, ১৯৮৫, পৃ. ৫৭
৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, 'কবি', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, সাইত্রিশ মুদ্রণ, শ্রাবণ ১৪২৬, প্রচ্ছদপট অঙ্কন : অনুপ রায়, কলকাতা ৭৩, পৃ. ১২৯
৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, 'তারাশঙ্কর রচনাবলী', গ্রন্থ পরিচয়, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৪৯৭
৯. দাশ, ড. অমরেশ, 'তারাশঙ্করের উপন্যাস', প্রজ্ঞাবিকাশ, প্রথম প্রকাশঃ মার্চ, ১৯৯৮, কলকাতা ০৯, পৃ. ১৪০
১০. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা', করুণা প্রকাশনী, প্রথম সংস্করণঃ আষাঢ় ১৩৫৪, কলকাতা ০৯, পৃ. ২৫২, ২৫৩

Bibliography:

বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্কর, 'আমার সাহিত্য জীবন', প্রকাশক পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি।
মুখোপাধ্যায় ধ্রুবকুমার, 'তারাশঙ্করের হাঁসুলী বাঁকের উপকথা নানা চোখে', গ্রন্থবিকাশ, প্রকাশক বিকাশ সাধুখাঁ।
বসু ড. নিতাই, 'তারাশঙ্করের শিল্পীমানস', দে' জ পাবলিশিং, প্রকাশক সুধাংশুশেখর দে।
দাশ ড. অমরেশ, 'তারাশঙ্করের উপন্যাস', প্রজ্ঞাবিকাশ, প্রকাশক বিকাশ সাধুখাঁ।
বিশ্বাস অচিন্ত্য, 'তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবি, রত্নাবলী, প্রকাশক সুমন চট্টোপাধ্যায়।
ভট্টাচার্য দেবাশিস, 'তারাশঙ্কর ও ভারতীয় কথাসাহিত্য, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ।
ভট্টাচার্য দেবাশিস, 'উপন্যাসের বিনির্মান', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ।